



336154 - স্বামী তালাক দায়ের কসম করছে যেন তার স্ত্রী নিজস্ব সম্পদ থেকে নিজের পরিবারকে কিছু না দিয়ে

প্রশ্ন

আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল আমি তাদেরকে আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে যৎসামান্য কিছু দয়া ক'জায়? উল্লেখ্য, আমার পরিবার ও স্বামীর মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান। আমার স্বামী আমাকে তালাক দায়ের কসম করছে যত্ন করে তাদেরকে কিছু না দেই। একবার আমি এ ব্যাপারে তার থেকে অনুমতি নিয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানিয়েছে; যহেতু সে আমাকে তালাক দায়ের কসম করছে। সে আমাকে বলে: পরিবার ছাড়া করতে চাও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের সম্পদ দান করার অধিকার রাখেন

কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের সম্পদ দান করার অধিকার রাখেন। তবে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিবেচনা থেকে তাকে জানানো বাঞ্ছনীয়; বিশেষতঃ অনেকে বেশি সম্পদ হলে।

সহি বুখারী (৯৭৮) ও সহি মুসলিম (৮৮৫) জাবরি বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিরের দিন দাঁড়ালেন। নামায আদায় করলেন। নামায দিয়ে শুরু করলেন। তারপর খোতবা দিলেন। খোতবা শেষে করে নারীদের কাছে এলেন। বললেন হাতে ঠেকে দিয়ে তিনি নারীদেরকে উপদেশ দিলেন। বললেন তার কাপড় বহিয়ে দিলেন যার মধ্যে নারীরা তাদের দানগুলো ফলেছিল। অপর এক বর্ণনায় এসেছে: তারা তাদের অলঙ্কারগুলো দান করে দিচ্ছিল।

নবী বলেন: “নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান করা জায়যে হওয়ার পক্ষে এই হাদিসে দলিল রয়েছে। আর তা স্ত্রীর সম্পদে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা আমাদের মাযহাব এবং অধিকাংশ আলমেরে মাযহাব।

ইমাম মালিকে বলেন: এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদ স্বামীর সন্তুষ্ট ছাড়া দান করা জায়যে নয়।

হাদিস থেকে আমাদের দলিল হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে জিজ্ঞাসে করেননি যে, তারা কি



স্বামীদরে অনুমতি নিয়েছে; নাকি নিয়েন? এ দানটা কি এক তৃতীয়াংশ সম্পদরে বাইরে থেকে; নাকি নয়? যদি এ ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হত; তাহলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসে করতেন।”[শারহু মুসলমি (৬/১৭৩) থেকে সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: “স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর দান করা জায়যে হওয়ার পক্ষে এই হাদিসে দলিল রয়েছে।”[ফাতহুল বারী (১/১৯৩) থেকে সমাপ্ত]

যদি কোন স্ত্রী নরিবোধ হয়; সম্পদ খরচ করতে না জাননে সক্ষেত্রে স্বামী তাকে তার সম্পদ দান করা থেকে বাধা দিতে পারনে। আলমেগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নমিনোকত হাদিসটিকে এ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন: “স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য কোন কিছু দয়া জায়যে নয়।”[মুসনাদে আহমাদ (৬৬৪৩), সুনানে আবু দাউদ (৩৫৪৭), আলবানী ‘সহিহু আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহি বলছেন]

আরও জানতে দেখুন: [48952](#) নং ও [4037](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই: স্বামী কসম করেছে যনে স্ত্রী নিজরে পরবিারকে নিজ সম্পদ থেকে কিছু না দিয়ে

যদি আপনার স্বামী তালাকরে কসম করে যনে আপনি আপনার পরবিারকে দান না করনে এবং বলে যে, “পরবিার ছারখার করতে চাও”: তাহলে আমরা আপনাকে এটি লিঙ্ঘন না করার উপদশে দবি। কেননা আপনি যদি আপনার পরবিারকে দান করনে এর পরপিরক্ষেতি জমহুর আলমেরে মতে, স্বামী তালাক্বরে নিয়ত করুক বা না করুক সাধারণভাবে তালাক হয়ে যাবে।

আলমেদরে অন্য একটি অভিমিত হচ্ছে: স্বামী যদি তালাক্ব দয়ার নিয়ত না করে তাহলে তালাক্ব হবে না। যদি সে তালাক্বরে নিয়ত না করে থাকে তাহলে কসমরে কাফ্ফারা পরশিোধ করা তার উপর আবশ্যিক হবে।

আপনি ও আপনার স্বামীর এই অভিমিতটি গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। যদি আপনি দেখেন যে, আপনার পরবিাররে তীব্র প্রয়োজন। সক্ষেত্রে আপনার স্বামীর সাথে কথা বলে দেখুন যাতে করে তিনি তার নিয়তটা ভবে দেখেন। যদি তার নিয়তে থাকে আপনাকে বরিত রাখা এবং তালাক্বরে উদ্দশ্য না থাকে তাহলে তিনি আপনাকে অনুমতি দিতে পারনে এবং নিজরে কসমরে কাফ্ফারা পরশিোধ করতে পারনে।

তালাক্ব দিয়ে কসম করার বখান জানতে [39941](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।